 প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১২, জুলাই ২০২০, ৬৭-৮৮

বাংলাদেশের রিকশাচিত্রঃ বাস্তবতার উপস্থাপন, শিল্পধারার বিবর্তন ও সংরক্ষণ প্রেক্ষাপট

(Rickshaw Paintings of Bangladesh: Representation of Reality, Evolution of Art and Preservation)

আসমা ফেরদৌসি[১]

সারসংক্ষেপ

রিকশাচিত্র বাংলাদেশের অন্যতম শৌখিন শিল্পকলা। বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি প্রতীকও বটে। তবে সময়ের সাথে সাথে রিকশাচিত্রের বিষয় পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন কারণে নানা ধরণের বিষয় ও ঘটনা রিকশাচিত্রে স্থান পেয়েছে। এ গবেষনায় বাংলাদেশের রিকশাচিত্রের বিষয়বস্তু, এই চিত্রের বিবর্তন তুলে ধরার পাশাপাশি রিকশাচিত্রের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, কোন কোন বিষয়গুলো রিকশা চিত্রকর্মকে বেশি প্রভাবিত করে এবং এর কী কী বৈচিত্রতা রয়েছে তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সকল বিষয় জানার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ১৪ জন রিকশাচিত্রকররের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রিকশাচিত্রসমুহ পর্যালোচনা ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বই, জার্নাল, পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রকাশিত তথ্যাদির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ঘিরে রিকশাচিত্র বেশি তৈরি হচ্ছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলে আরো দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের সমসাময়িক ঘটনা, নীতিকথা, উপদেশ, দৃশ্য ও জনপ্রিয় কিছু বিষয় রিকশাচিত্রে বারে বারে উঠে এসেছে। এ প্রবন্ধে রিকশাচিত্রকরণের বিভিন্ন সমস্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে রিকশাচিত্রের শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ। যার ফলে এ শিল্প হুমকির সম্মুখীন। গবেষণায় দেখা যায় যে অনেক রিকশায় তাই ঐতিহ্যবাহী রিকশাচিত্র বাদ দিয়ে ডিজিটাল ব্যানার ব্যবহার করছে। রিকশাচিত্র অতি শীঘ্রই আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে বিশ্ব অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। তাই এ শিল্পের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে আরো গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। গবেষণাটি বাংলাদেশের লোক শিল্পকলার বিষয়বস্তু, বিবর্তন ও সমস্যাবলী সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে।

মূল শব্দ: রিকশা, চিত্র, চিত্রকলা, লোকচিত্র, শিল্প, বিবর্তন, বাংলাদেশ, সংরক্ষণ।

---

[১] কীপার (চ.দা.), বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর,ইমেইলঃ k.ferdousi@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.59146/PBDHVI2A4

Abstract: Rickshaw painting is one of the popular art forms of Bangladesh. It is also a symbol of Bangladeshi culture. However, with the passage of time the subject of rickshaw pictures has changed. For various reasons, various topics and events have taken place in the rickshaw painting. This research investigates the past and present of the rickshaw painting, content of the rickshaw painting and its' variations and some factors that have affected the rickshaw painting most over the time. In order to know all these issues, 14 rickshaw painters living in different regions of the country were interviewed to collect primary data and the rickshaw paintings stored in the Bangladesh National Museum were reviewed and thematically analyzed. Also, the help of various books, journals, magazines, newspapers and other published information has been taken to achieve research objectives. This research reveals that apart from the topics discussed at different times, rickshaw paintings are being made considering the political and social context more. The research results also show that various types of contemporary events, morals, sermons, scenes and some popular topics have appeared again and again in rickshaw paintings. Various problems of rickshaw painties have been identified in this study. One of the problems is the industrialization and commercialization of rickshaw paintings. As a result the whole rickshaw painting industry is under serious threat. The study unveils that many rickshaws are now using digital banners instead of traditional rickshaw painting. However, Rickshaw painting is soon going to be included in the world immeasurable cultural heritage list from our own heritage. Therefore, more research is needed to protect and preserve this industry. This research makes a contribution in understanding the content, evolution and problems of folk art of Bangladesh.

ভূমিকা

রিকশাচিত্র বাংলার শহুরে লোকচিত্রকলার অন্যতম নিদর্শন। রিকশা বাংলাদেশে একটি অন্যতম জনপ্রিয় ত্রিচক্রযান। যা নিকটবর্তী দূর এলাকায় যাওয়ার সর্বাধিক চাহিদাসম্পন্ন বাহন। রিকশাকে সুসজ্জিত করে তোলার উদ্দেশ্যে রিকশাচিত্র বা পেইন্টিং করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরকে বলা হয় রিকশার শহর। বর্তমানে রিকশা হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম জ্বালানিবিহীন, সহজলভ্য যাত্রীপ্রিয় বাহন। বাহনটি বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র দৃশ্যমান (Afrin, 2023)। শহরময় রিকশাগুলো চলমান জীবন্ত চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিকশা পেইন্টাররা তাদের নিজস্ব শিল্পশৈলী, উপস্থাপন রীতি ও স্বকীয়তায় স্টাইলে রিকশা পেইন্ট করে থাকে। অপ্রতিষ্ঠানিক এই শিল্পীদের মাধ্যমে বিকাশিত হয়েছে এই শিল্প। সাধারণত গুরু-শিষ্যের মাধ্যমে এ বিদ্যা প্রসারিত হয়ে থাকে। রিকশা পেইন্টের মাধ্যমে চিত্রকররা তাদের ভালো লাগা বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরেন। রিকশা চিত্রকররা সাধারণত একটি সম্পূর্ণ রিকশাকে তাদের নিজস্ব স্টাইলে রঙিন

করে তোলে। এর মধ্যে ব্যাকপ্লেট বা পেছনের আয়তাকার টিনের পাত/বোর্ড থেকে শুরু করে গদি বা সিট, সিটের পাশের অংশ, পেছনের অংশ, পট্টি, হুড, হুডের উপরের অংশ, চালকের বসার সিট, স্টিংয়ারিং-এর সামনের অংশ ইত্যাদি সব অংশজুড়ে বিভিন্ন চিত্রকর্ম ও ঝালর, ঘন্টা, ফুলদানি নানাবিধ সামগ্রী দিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। রিকশা পেইন্টিং- এর বহুল ব্যবহৃত চিত্রগুলো হচ্ছে বোরাক, স্বাস্থ্যবান গাভী, মোনাজাতরত শিশু, পশু-পাখি, ফুল-লতাপাতা, বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা, সিনেমার দৃশ্য, এছাড়াও বিভিন্ন বিখ্যাত স্থাপত্য যেমন- তাজমহল, সংসদ ভবনসহ নানা সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বার্তাও রিকশা আর্টের অংশ। এদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীদের মধ্যে যে শিল্পকর্মটি তার নিজস্ব শিল্পশৈলী, স্বকীয়তার ও বিষয়বস্তুর কারণে দেশি-বিদেশি শিল্পপ্রেমীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে তা হচ্ছে রিকশাচিত্র। ১৯৯৪ সালে জাপানের ফুকয়োকা আর্ট মিউজিয়ামের ৪র্থ এশিয়ার আর্ট শো-এর রিকশাচিত্রের উপর বিশেষ প্রদর্শনী হয়েছিল এবং এর কিউরেটিংয়ে দায়িত্বে ছিলেন লন্ডনস্থ ভিকটোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামের কিউরেটর শিরিন আকবর। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট রিকশাচিত্রকরদের চিত্র প্রদর্শিত হয়। যার শিরোনাম ছিল 'ট্রাফিক আর্ট'। এছাড়াও জাপানের সেতুচি ফেস্টিভ্যালে রিকশাচিত্র বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল (ফেরদৌসি, ২০১৩)। বৃটিশ মিউজিয়ামসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য জাদুঘরের সংগ্রহেও বেশ কিছু রিকশাচিত্র রয়েছে।

১.১ রিকশা ও রিকশাচিত্রের ইতিহাস

রিকশা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতীক হলেও রিকশার জন্ম জাপানে ১৮৬৯ (রায়, ২০২১), মতভেদে উনিশ শতকের শেষদিকে। রিকশা শব্দটি এসেছে জাপানি শব্দ জিনরিকিশা থেকে যার অর্থ মানুষবাহিত বাহন (রায়, ২০২১)। চাকা আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীতে রিকশার সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দির শেষদিকে ১৮৭০ সালে (Gallagher, 1992: 27)। এককথায় রিকশাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, রিকশা হচ্ছে জনপ্রিয় চাকাবিশিষ্ট বাহন, যা জ্বালানি ও মটর বিহীন এবং অধিকাংশ যন্ত্রাংশ বাংলাদেশের সব জায়গায় পাওয়া যায় (Afrin, 2023)। ১৯০০ সালে কলকাতায় প্রথম টানা রিকশা চালু হয় তবে তা মানুষ বহনের জন্য না, শুধুমাত্র মালামাল বহনের জন্য। পরবর্তীতে ১৯১৪ সালে কলকাতার পৌরসভা রিকশায় যাত্রী বহনের অনুমতি প্রদান করে। একই সময়ে মিয়ানমারের রেঙ্গুনে রিকশা বেশ জনপ্রিয় বাহনে পরিনত হয়। ধারণা করা হয় ১৯১৯ সালে রেঙ্গুন থেকে প্রথম রিকশা ঢাকায় আসে (রায়, ২০২১)। মতভেদে, বিশ শতকের প্রথম ভাগে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম রিকশার প্রচলন ঘটে কলকাতায়। এর কাছাকাছি সময়ে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জে এবং পরে ঢাকায় সালে রিকশার প্রচলন ঘটে। তৎকালীন বাংলাদেশে রিকশার আগমন হয়েছিল কলকাতা থেকে। ঢাকার সূত্রপুরের বাসিন্দা একজন বাঙালি জমিদার এবং ওয়ারীতে বসবাসকারী একজন মাড়োয়ারি ভদ্রলোক ঢাকা শহরে প্রথম ছয়টি রিকশা আসে ১৯৩৮ সালে (Akand, 2018 ও Rashid, 1986), মতান্তরে ১৯৪১ সালে ঢাকায় ৩৭টি রিকশা দেখা যায় (Mahmud, 2007)। হেনরি গ্লাসি তার গবেষণায় ১৯৩০ সালে ঢাকায় রিকশা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন (Glassie, 2007)। তবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বাহারি ও শৌখিন পরিবহন হিসেবে ঢাকায় রিকশার আগমন ঘটে এবং ক্রমেই তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেইসময়ে মূলত রিকশা চিত্রের সূত্রপাত হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে রিকশাচিত্র পূর্ব পাকিস্থান তথা বাংলাদেশে জনপ্রিয় হতে থাকে

(আকন্দ, ২০১৪)। বিশ শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রিকশা ছড়িয়ে পরে (আকন্দ, ২০১৮)। তবে এর উৎপত্তি জাপানে হলেও বাংলাদেশের রিকশার নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে। জাপানি রিকশা থেকে বাংলাদেশি রিকশার দুইটি প্রধান পার্থক্য হলো বাহ্যিক ও কারিগারিগত। যেমন- জাপানি রিকশা মূলত টানা রিকশা, যা মানুষে বা চালককে টেনে নিতে হয় কিন্তু বাংলাদেশের রিকশা প্যাডেল চালিত এবং সুসজ্জিত, রঙিন ও আকর্ষনীয়। এদেশের কারিগররা রিকশাকে স্বকীয় ঢংয়ে রাঙিয়ে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে। বর্তমানে রিকশা হচ্ছে বাংলাদেশের কাছাকাছি দূরত্বে যাওয়ার জনপ্রিয় বাহন যা, বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন ধরনের আর্দশের বাণী বহন করে। জনপ্রিয় এই চিত্রকলা সামাজিক যোগাযোগের একটি কার্যকরী মাধ্যম। যা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে দৃঢ় প্রতিনিধিত্ব করে (Rahman & Hossain, 2017)।

২. সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের রিকশাচিত্র নিয়ে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা হলেও রিকশাচিত্রের বিবর্তন নিয়ে তেমন কোন গবেষণা প্রকাশিত হয়নি। রিকশা চিত্রের ওপর এখনো পর্যন্ত কোন একক গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই বিভিন্ন মাধ্যম তথা পত্রিকা, সংবাদপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি থেকে যেসব সাহিত্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে সাহিত্য পর্যালোচনার অংশটি রচিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী Joanna Kirkpatrick ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত রিকশাচিত্রের বিবর্তন নিয়ে একটি ডকুমেন্টেশন তৈরির কাজ করেছেন (Mahmud, 2007)। Joanna Kirkpatrick-রিকশাচিত্রের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে রিকশাচিত্র হচ্ছে- master symbol theatrical culture display in the streets (Kirkpatrick, 1984)। ১৯৫০ দশকে সিনেমার বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রিকশাচিত্রের যাত্রা শুরু হয় (Mahmud, 2007)। তবে, রিকশাচিত্রের স্বর্ণযুগ ছিল ১৯৬০-৭০ এর দশক (রায়, ২০২১)। সেই সময়টা সিনেমার শ্রেষ্ঠ সময় ছিল বলে বিবেচনা করা হয়। তখন এদেশের মানুষের বিনোদনের একটি প্রধান আর্কষণ ছিল সিনেমা। সেই বিষয়টি রিকশাচিত্রেও স্থান পেয়েছিল। রিকশা চিত্রকররা তখন রিকশার গায়ে আঁকার উপজীব্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সিনেমার সেইসব জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকাদের যেমন- রাজ্জাক, ববিতা, কবরী, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেনের ছবি ও গানের দৃশ্য এবং সেইসাথে ডায়লগও। রিকশার গায়ে আঁকা উজ্জ্বল লাল, নীল, হলুদ ও সবুজ রঙের নায়ক-নায়িকাদের ছবি শিল্পীর হাতের তুলির ছোঁয়াতে পেত ভিন্ন মাত্রা। সেইসব রিকশাচিত্র একধারে সিনেমার প্রচারও হতো পাশাপাশি আনন্দের খোরাকও জোগাত। রিকশা যখন চলত তখন রিকশার পেছনে পেছনে ছুটত শিশুর দল, তাকিয়ে দেখত নববধূ থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ সবাই (রায়, ২০২১)। যা চলমান প্রদর্শনী হিসেবে সারা শহর জুড়ে ঘরে বেড়াত। রিকশাচিত্রের ক্ষেত্রে সাধারণত রিকশার মালিকের পছন্দ অনুযায়ীও কোন কোন সময় কারিগরের বা ক্রেতার পছন্দ অনুসারে চিত্রকর্মের বিষয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে (Ferdousi, 2023)।

ঢাকা শহরে ১৯৩৮ সালে রিকশার প্রচলন হওয়ার পর ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সকল জেলায়, গ্রাম-গঞ্জে ও শহরতলীতে রিকশা ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পরিচিতি তখন রিকশার শহর হিসেবে। ঢাকা শহরে তখন প্রচুর রিকশা সেই সাথে রিকশা চিত্রের আধিক্য। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ঢাকার রিকশাচিত্র বেশি বিষয়ভিত্তিক, রঙিন ও আকর্ষনীয় এবং ঢাকার রিকশাচিত্রই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সারা বিশ্বে পরিবহন চিত্র দৃশ্যমান হলেও ঢাকা শহরে রিকশা চিত্রের মত এত নান্দনিক শিল্পকর্ম কোথাও নেই। এখানকার রিকশাগুলোর প্রতিটি অংশই অলঙ্কৃত (Mahmud, 2022) ।

Tony Wheeler তাঁর Chasing Ricshaws – বই এ ঢাকার রিকশা আর্টকে "The most colourful and artistic in the world" সম্পর্কে বলে অভিহিত করেছেন (Wheeler, 1998 in Macleory & Shamsad, 2020)। রিকশাচিত্রের উজ্জ্বল রং ও চোখ ধাঁধানো সজ্জা সবাইকে আকর্ষণ করে। রাস্তায় যখন কোন নতুন রিকশা বের হয় তখন এর উজ্জ্বলতায় চারিদিক আলোকিত হয় (Macleory & Shamsad, 2020)। কারণ রিকশার প্রতিটি ইঞ্চিই সজ্জিত বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী দিয়ে, যেমন- বিভিন্ন ধরনের লেস, ঝালর, চুমকি, পাতি. ও নানা ধরনের পুঁতি ঝুলানো থাকে- যা মানুষকে আকর্ষিত করে (Gallagher, 1992; Mugdhomoyee,2019)। লোকশিল্প গবেষক শাওন আকন্দ মনে করেন রিকশা অঙ্গসজ্জাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়- একভাগে রেক্সিন, প্লাস্টিক, আয়না, ঘণ্টা বা বাতিল সিডি ও অন্যান্য উপকরণের মধ্যে টিন কেটে কারুকাজ করা এবং দ্বিতীয় রঙের সাহায্যে চিত্রিত করে রিকশাকে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলা (আকন্দ, ২০১৪)। শুধু তাই না রিকশাচিত্রকররা যখন তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে চিত্র তৈরি করে তখন একইসাথে তাদের গৌরব ও আনন্দ প্রকাশ পায়। রিকশাচিত্রকরদের ভালো লাগা ও আনন্দের বর্হিপ্রকাশ হচ্ছে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে (Macleory & Shamsad, 2020)। পাশাপাশি রিকশাচালকরা তার যাত্রীকে আকর্ষণ করার জন্য চকচকে উজ্জ্বলভাবে সজ্জিত রিকশাকে বেছে নেয়। এই উজ্জ্বল চিত্রের মধ্যেই রিকশাচালকরা একধরণের তৃপ্তি ও প্রশান্তি খুঁজে পায় (Afrin, 2023)।

বিশিষ্ট লোক গবেষক ড. ফিরোজ মাহমুদের মতে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণে রিকশাচিত্রকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- সিনেমার স্টার, পশুপাখির দৃশ্য, গ্রামীণ দৃশ্য, শহুরে দৃশ্য, ধর্মীয় চিত্র ও ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি মনে করেন রিকশাচিত্রের সকল চিত্র বৃহদাকারে এই ছয়টি ভাগের মধ্যে পড়ে এবং এক একটি থিম বা বিষয়ের ওপর নানান চিত্র তৈরি হয়ে থাকে এর মধ্যে বিভিন্ন বাণী ও উপদেশও যুক্ত হয়ে থাকে (Mahmud, 2022)। রিকশাচিত্রের একটি সাধারণ চিত্র হচ্ছে সিনেমার নায়ক-নায়িকার মুখ। যখন কোন সিনেমা জনপ্রিয় হয় তখন সে সিনেমার নায়ক-নায়িকা ও সিনেমার দৃশ্য রিকশাচিত্রে ব্যাপকভাবে দেখা যায় (Mahmud, 2022 ও আকন্দ ২০১৮)। এভাবে সিনেমার বিভিন্ন জনপ্রিয় সিনেমার নায়ক-নায়িকা, ভিলেন, কমেডিয়ান, সিনেমার বিশেষ দৃশ্য রিকশাচিত্রের উঠে এসেছে। সিনেমার বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে যেহেতু এ শিল্পের বিকাশ। তাই রিকশাচিত্রের বিষয়বস্তুর দিক থেকে সিনেমা একটি বিশাল স্থান দখল করে নিয়েছে। এখনো অনেক আগের জনপ্রিয় সিনেমার দৃশ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। হেনরি গ্লাসির মতে, রিকশাচিত্রকর ও রিকশাচালকদের মত নিম্নআয়কারীদের প্রধান বিনোদন উৎস হচ্ছে সিনেমা এবং তাদের কাছে আসল হিরো হচ্ছে সিনেমার নায়করা। তাই সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মুখ বার বার রিকশাচিত্রে ফিরে এসেছে (Glassie, 2007)। পশুপাখির দৃশ্যও

রিকশাচিত্রে বারবার এসেছে। বিভিন্ন রঙের ও ভঙ্গিমার ময়ূর, বাঘ, হাতি, হরিণ শিকাররত সিংহ, গরু, বাছুর, খরগোশ, পশুপাখিদের সভা, কনসার্ট, সিংহ মামার বিয়ের দৃশ্য ইত্যাদি উঠে এসেছে রিকশার ক্যানভাসে। যা নব্বই শতকের মাঝামাঝি সময়ে বেশি দেখা যায়। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী বা সত্তর দশকে রিকশাচিত্রে পশুপাখির উপস্থিতি বেশি দৃষ্টিগোচর হয় (Mahmud, 2022 ও আকন্দ ২০১৪)। তবে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে রিকশা আর্টে মানুষের ছবি আঁকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে রিকশাচিত্রকররা ভিন্নপন্থায় ছবি আঁকার জন্য মানুষের বদলে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকা শুরু করে। যেখানে মানুষের মত করে প্রাণীরা বিভিন্ন কাজ করছে। রিকশাচিত্রের এই ধরনটা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল (রায়, ২০২১) । রিকশাচিত্রে আরেকটি বিষয়বস্তু হচ্ছে গ্রামীণ ও শহুরে দৃশ্য। এই দৃশ্যগুলো চিত্রকররা নিজস্ব ভঙ্গিতে চিত্রয়ান করে থাকে। গ্রামীণ দৃশ্যে গুচ্ছ ঘরবাড়ি, বহমান নদী, আকাশে উড়ন্ত কাক বা বক, সূর্য অস্ত যাচ্ছে সাথে নদীতে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি গ্রামীণ সাধারণ চিত্রই বেশি দৃশ্যমান হয়। শহরের দৃশ্যে উন্নত শহর যেখানে রাস্তার পাশে বড় বড় বিল্ডিং, মানুষ রাস্তা পার হচ্ছে, ট্রেন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি বেশি দৃষ্টিগোচর হয় (Mahmud, 2022)। তবে রিকশাচিত্রের এ বিষয়ে লাহিড়ি-দত্ত এবং উইলিয়াম একটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছেন তা হচ্ছে গ্রামীণ দৃশ্যে একটি নির্মল ও শান্ত পরিবেশ বিরাজ করে এবং শহুরে পরিবেশগুলোতে সাধারণত উন্নয়ন ও উন্নতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় (Lahiri- Dutt & Williams, 2010)। রিকশাচিত্রে ধর্মীয় বিষয়গুলোও নানাভাবে বারেবারে উঠে এসেছে যেমন- মসজিদের ছবি, কাবাশরীফের দৃশ্য, ছোট ছেলে বা মেয়ে কোরান পড়ছে বা মোনাজাতরত শিশু, দেশের বিভিন্ন মসজিদের ছবি এবং তাজমহলের চিত্র। তাজমহলের চিত্র এখনো জনপ্রিয় রিকশাচিত্রের একটি (Glassie, 1997 & Mahmud, 2022)। হেনরি গ্লাসি রিকশাচিত্র নিয়ে তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে অনেক সাধারণ মানুষ মনে করে যে তাজমহল একটি মাজার। তাই এটি ইসলামি স্থাপনা। আবার অনেকে মনে করেন যে এটি বাংলাদেশের কোন মসজিদ (Glassie, 2007)। রিকশাচিত্রে ধর্মীয় কিংবদন্তি চরিত্রগুলোও অনেক দেখা যায়, যেমন- আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ও দৈত্য, রাজকন্যা, রাজপ্রসাদ, মুসলিম উপখ্যানের দুলদুল, বোরাক ইত্যাদি (আকন্দ, ২০১৪)। রিকশাচিত্রকরদেরও অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও প্রভাবিত করে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভিত্তি করে অনেক রিকশাচিত্রই তারা তৈরি করেছে, যেমন- পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীরা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর গুলিবর্ষণ করছে, মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ করছে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন এ্যাকশনের ছবি , স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার ও বঙ্গবন্ধুর ছবি বহুল দৃশ্যমান। রিকশাচিত্রকররা মনে করেন তারা জাতীয় পতাকা, সংসদভবন, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, মুক্তিযোদ্ধা, ভাষা শহীদদের রিকশাচিত্রে তুলে ধরে এদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে স্মরণ করে ও সাধারণ জনগণকে মনে করিয়ে দেয় (Afrin, 2023)। এছাড়াও বৃটিশ বিরোধি আন্দোলনের বাঙালি নেতা ক্ষুদিরামের ফাঁসির দৃশ্য, দস্যু ফুলন দেবী, সাদ্দাম হোসেন ইত্যাদি রিকশাচিত্রের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে (Mahmud, 2022)। এর পাশাপাশি নানা ধরনের ফুলের নকশা এবং বিভিন্ন প্রবাদ ও চিরন্তন বাণী/কথা রিকশাচিত্রের একটি সাধারণ অনুষঙ্গ। যেমন 'মায়ের দোয়া', 'বাবা -মায়ের দোয়া', 'আল্লাহ ভরসা', 'নামাজ কায়েম করো' রিকশাচিত্রে খুবই পরিচিত বাক্য। রিকশাচিত্রের এ বাণীসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বার্তাও থাকে। যা সাধারণ মানুষের জন্য হতে পারে আনন্দদায়ক, তথ্যনির্ভর ও শিক্ষামূলক।

আলোকচিত্র- ১: ফুল ও পাখির সাথে ভক্তিমূলক বাণী

(Mahmud, 2022; Afrin, 2023)। রিকশাচিত্র সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির একটি বড় হাতিয়ার। এখানে দেয়া বিভিন্ন বার্তা সহজেই সবার দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন- 'জীবনের চেয়ে সময়ের মুল্য অনেক বেশি', 'গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান', 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' ' দুই সন্তানের বেশি নয়', 'পরিবেশ দূষণ বন্ধ করুন' 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর', 'দুর্নীতি বন্ধ কর', 'অতিথি পাখি হত্যাকরা নিষেধ' 'আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান' 'সবার জন্য শিক্ষা' এবং 'আপনার শিশুকে টিকা দিন' সর্বত্র ব্যবহারিত বাণী। রিকশাচিত্রকররা মনে করে তারা রিকশাচিত্রের মাধ্যমে জাতীয় পাখি, ফুল, ফল ও জাতীয় পশুকে বাচ্চাদেরকে চিনতে সাহায্য করেছে ও করে যাচ্ছে । এছাড়াও সামাজিক কিছু রীতিনীতি বা চর্চা প্রতিরোধের জন্য রিকশাচিত্র বিছু বার্তা বহন করে যেমন- 'ধর্ষিতা নয়, ধর্ষকের লজ্জা পাওয়া উচিত', 'নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ কর', 'ধর্ষিতা ধর্ষণের জন্য দায়ী নয়', 'নারীর পোশাক ধর্ষণের জন্য দায়ী নয়' এবং 'মাক্স পড়ুন সুস্থ থাকুন' বা 'নিরাপত্তা থাকার জন্য সঠিকভাবে মাস্ক পড়ুন' ইত্যাদি বার্তা সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আসছে (Afrin, 2023)।

বাংলাদেশের দৃশ্যমান শিল্পের মধ্যে রিকশাচিত্র অন্যতম। যা শুধু একটি শিল্পই নয় সাধারণ জনগণের মধ্যে এ শিল্প সামাজিক, সাংস্কৃতিগত, ধর্মীয়, নৈতিকতা, দর্শনগত, ও জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন বার্তা প্রচারেরও মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং এতে রিকশাচালক ও রিকশচিত্রকররা সামাজিক সচেতনতার বাহক বা প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তবে সময়ের সাথে সাথে রিকশাচিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজ রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে রিকশাচিত্রকরদের দর্শন ও নৈতিকতারও পরিবর্তিত হয় (Afrin, 2023)।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নাবলী

রিকশাচিত্র বাংলাদেশের একটি অন্যতম লোকচিত্র হলেও কালের বিবর্তনে এর অনেক পরিবর্তন হচ্ছে।

পূর্বে যে বিষয়টি ছিল রিকশা চিত্রের মূল উপজীব্য পরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। রিকশাচিত্রের এসব পরিবর্তনের পেছনে সামাজিক, রাজনৈকিত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক কারণ জড়িত। রিকশা আর্টকে গণমানুষের আওয়াজ বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এতে সাধারণ পেশাজীবি মানুষের নিরব প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈকিত সমস্যা, বঞ্চনা, শোষণ ও কল্পনার ভালো লাগার দৃশ্যগুলো রিকশাচিত্রে ফুটে উঠেছে। উপরোক্ত সাহিত্য পর্যালোচনাতে দেখা যাচ্ছে যে রিকশাচিত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু গবেষণাকর্ম পরিচালিত হলেও রিকশাচিত্রের বিবর্তন এবং এর বর্তমান সমস্যাবলী নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। তাই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিকশাচিত্রে কী ধরণের পরিবর্তন এসেছে এবং কোন কোন সময়ে কী কী বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে, কোন চিত্রগুলো বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল তা মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা কার্যত্রম পরিচালিত হয়েছে। একইসাথে বর্তমানে রিকশাচিত্র ও চিত্রকররা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা এ গবেষণায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমুহ অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত গবেষণার প্রশ্নাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে-

১। বাংলাদেশের রিকশাচিত্র তৈরির প্রক্রিয়া কী?
২। সময়ের সাথে সাথে রিকশা চিত্রের কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?
৩। রিকশাচিত্রে চিত্রকররা কতটুকু স্বাধীন ও কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে?

৪. গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশের রিকশাচিত্রের বিবর্তন ও বিষয় অনুসন্ধান এবং বর্তমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য গুনগতমান গবেষণা কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা এবং গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য সেমি-স্ট্রাকচার বা আংশিক কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ১৪ জন রিকশা চিত্রকরদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের ৪ জন, পুরান ঢাকার ৩ জন, নোয়াখালির ১ জন, রংপুরের ৩ জন, সৈয়দপুরের ১ জন ও কুমিল্লার ২ জন। মাধ্যমিক তথ্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ, বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, সাময়িকী, পত্রিকা, অনলাইন জার্নাল ও ওয়েবসাইট এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পেশাগত কারণে দীর্ঘদিন কারু ও লোকশিল্পীদের নিয়ে কাজ করায় তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সহজতর ও ফলপ্রসু হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত ৩২টি রিকশা পেইন্টিং পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণও এই গবেষণায় অবদান রেখেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘররের সংগ্রহিত নিদর্শন এবং রিকশা চিত্রকরদের সংরক্ষিত বিভিন্ন রিকশাচিত্র ও পূর্বে তাদের আঁকা চিত্রের ছবিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে যে বিষয়টির মুখোমুখি হয়েছি/হতে হয়েছে তা হচ্ছে- সাক্ষাৎকার প্রদানকারী পাটিকররা তাদের স্থানীয় ভাষায় রিকশা চিত্রের নাম বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, যা লিপিবদ্ধ করা কিছুটা কঠিন ছিল। সকল সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করার অনুমতি দেয়ায় তাঁদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে।

৫. গবেষণালব্ধ ফলাফল ও আলোচনা

৫.১ রিকশা ও রিকশাচিত্র তৈরির প্রক্রিয়া

রিকশাচিত্র একটি সম্বলিত প্রচেষ্টার ফল। রিকশার প্রায় প্রতিটি অংশই অলঙ্কৃত হয়ে থাকে। রিকশা চিত্র যারা তৈরি করে তাঁদেরকে 'মিস্ত্রি' বলা হয়। মিস্ত্রি মানে যারা নকশাকার বা কারিগর (Mahmud, 2007)। তারাই নির্দেশনা দিয়ে পুরো রিকশার চিত্রকর্ম শেষ করে। রিকশাচিত্রে তিন দল বা শ্রেণীর চিত্রকররা একত্রিত হয়ে কাজ করে প্রথম দল রেক্সিন বা প্লাষ্টিকের ওপর সুক্ষ ফুল-লতা-পাতা ও সিনেমার দৃশ্য আঁকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকররা ধাতব প্লেটে বিষয়ভিত্তিক চিত্রায়িত কাজ করে এবং তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রকররা রিকশায় পাখি ও ফুলের মোটিফ অঙ্কণ করে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকররা সাধারণত মাস্টার আর্টিস্ট এর কাছ থেকে কমিশন পেয়ে থাকে। রিকশাচিত্রে প্রধান কারিগর বা মাস্টার আর্টিস্টকে 'মিস্ত্রি' নামে অভিহিত করা হয় (Arif, 2022)। এই মিস্ত্রির নির্দেশনায় রিকশা সজ্জিতকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। রিকশাচিত্র বিদ্যা একপ্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয় ওস্তাদ সাগরেদের মধ্য দিয়ে। ওস্তাদ তার সাগরেদ বা শিষ্যকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলে এবং এই শিক্ষা আরো বেশি কার্যকরি হয় ওস্তাদ ও সাগরেদের নিবিড় সর্ম্পকের মধ্য দিয়ে (Mahmud, 2022)। রিকশার প্রায় প্রতিটি অংশই আর্কষণীয় ও রঙিন করে তোলার জন্য চিত্রায়িত করে তোলা হয়। পুরো রিকশার সামনে পিছনে কাঠের অংশে, লোহার অংশে, রেক্সিনের অংশে বিভিন্ন ধরণের চিত্রায়ন করা হয়ে থাকে। রিকশার সব অংশে একই ধরণের কাজ হয় না। হুডের বাঁশের বাতা বা চাটির ভেতরের অংশে সাধারণত ফুল, লতাপাতা আঁকা হয়ে থাকে। গদি পেছনে হুডের সাথে লাগানো অংশকে মিস্ত্রিরা "টানা" বা "নেতি" নামে অভিহিত করে থাকে। এটি রেক্সিনের হয় এবং এখানে সাধারণত বড় ফুল বা নায়ক নায়িকার মুখও করা হয়ে থাকে। গদি বা সিটের পেছনের অংশকে বলা হয় "ঢেলনা"। এখানে সাধারণত ফুল-পাতা আবার কখনো কখনো নায়ক- নায়িকার শুধু মুখ আঁকা হয়। রিকশার সিটেও আলপনায় রাঙিয়ে তোলা হয়। সিটের দুইপাশের অংশকে বলা হয় "সাইড"। এই সাইডে ফুল বা আল্পনা আঁকা হয়ে থাকে। গদির নিচের অংশকে বলা হয় "পট্টি"। এখানে ফুল লতাপাতার বা মিস্ত্রির/ মালিকে নাম লেখা হয়ে থাকে। পট্টির নিচে থাকে "পাদানি" যা কাঠের এবং এ অংশে উজ্জ্বল আল্পনা আঁকা হয়ে থাকে। রিকশার চেইনের সাথে লোহার পাতের অংশকে বলা হয় "চেছিস"। এ অংশে লতা-পাতার নকশা করা হয়। চাকার উপরে নিরাপত্তার জন্য যে টিনের পাত দেয়া হয় তাকে বলা হয় "মাঠগার্ড"। রিকশার এই অংশটির দুই মাথায় হালকা আল্পনা করা হয়। আবার কখন এতে কিছুই করা হয় না কারণ এটি সবসময় ধুলাবালি মাখানোই থাকে । রিকশাচিত্র করার জন্য এনামেল রঙ ও বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের তুলি ক্রয় করে আঁকা হয় এবং সাধারণত নকশার উপর নির্ভর করে একটি রিকশাচিত্রের বোর্ড করতে দুই থেকে তিন দিন লাগে আবার একদিনেও করা হয় যায়। রিকশাচিত্র করতে অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা লাগে আবার দুই-তিনও লাগে যা নকশা ও মোটিভের ভেদে সময় আলাদা হয়ে থাকে। চিত্রকররা কখনো বোল্ড করে তুলি ব্যবহার করে আবার কখনো ধীরস্থির ভাবে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড় কাটে (Siddiqua, 2016)।

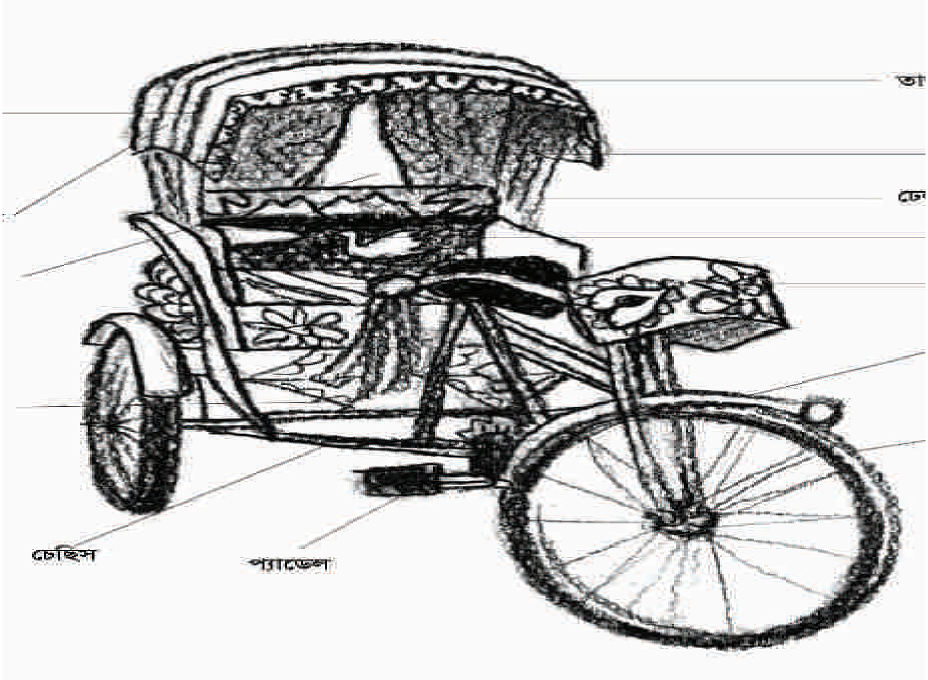

আলোকচিত্র- ২: রিকশার বিভিন্ন অংশের নাম

রিকশার পেছনে টিনের আয়তাকার অংশে বা বোর্ডে প্রধান চিত্রকর্ম আঁকা হয়ে থাকে। যা রিকশা মিস্ত্রি কাছে বোর্ড, 'পিছলা' বা ব্যাক প্লেট নামে পরিচিত । সাধারণত এর পরিমাপ ২৬ X ব ১২ বা ২৪ X ১২ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এটি চিত্রায়িত করতে প্রথমে প্লেন টিনের সিটে সাদা এনামেল রং দিয়ে ভালোভাবে শুকানো হয়। এরপর মানুষের অবয়াব/ফিগার করলে তা পেন্সিল দিয়ে আঁকা হয়। আবার ফিগার না করা হলে অনেক সময় রঙ করা বোর্ডে সরাসরি আঁকা হয়। এরপর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বা বেইস তৈরি করা হয়। দৃশ্য করার জন্য সাধারণত প্রথমে আকাশ পরে নদী/জলাশয় ও জমিন এরপর গাছ-পালা ও ঘরবাড়ির আউটলাইন গাঢ় রঙ দিয়ে আঁকা হয় এবং পরবর্তীতে একটা একটা করে হালকা রঙ ব্যবহার করে আবার শুকিয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের ছোঁয়া দিয়ে শেষ করা হয়। সর্বশেষে সাদা রঙের কিছু আলতো তুলির ছোঁয়া দিয়ে ছবিটাকে আরো জীবন্ত করা হয়ে থাকে ।

আলোকচিত্র- ৩: রিকশাচিত্রকর এস এ মালেক

রিকশাচিত্র একটি রিকশার চালনার জন্য অপরিহার্য না হলেও এটি এখন রিকশার মূল নকশার অংশ হয়ে দাড়িয়েছে। সাধারণ একটি রিকশা তৈরি ও সজ্জিতকরণের জন্য বেশ কয়েকজন মিস্ত্রি কাজ করে যেমন- পর্দা মিস্ত্রি, চটি মিস্ত্রি, রেক্সিন সেলাই মিস্ত্রি, চেছিস ফিটিং বা যন্ত্রপাতি বসানোর মিস্ত্রি, সম্পূর্ণ রিকশা সজ্জার জন্য মিস্ত্রি, বডি পেইন্টার, বোর্ড বা ব্যাক প্লেট পেইন্টার। সাধারণত দক্ষ চিত্রকররা রিকশার ব্যাক প্লেটের কাজ করে থাকেন এবং সাগরেদ বা শিষ্যরা বডি পেইন্টিং এর কাজ করে থাকে। তবে কোন কোন সময়ে বডি পেইন্টিংয়ের কাজ দক্ষ চিত্রকররাও করে থাকে সেক্ষেত্রে রিকশা তৈরির খরচ বেশি পড়ে যায় ।

সাধারণত একটি রিকশা তৈরি থেকে রাস্তায় নামা পর্যন্ত ছয় শ্রেণীর পেশাজীবীর কাছ থেকে ঘুরে আসে। এর হচ্ছে- ১। বডি মিস্ত্রি-যারা রিকশার মূল কাঠামো তৈরি করে; ২। বাতা কারিগড়- যারা বাঁশের বাতা দিয়ে হুড তৈরি করে; ৩। হুড মিস্ত্রি-যারা রিকশার হুডে রেক্সিন দিয়ে অলংকরণ করে; ৪। পেইন্টার- যারা রিকশার চৌকানো বোর্ড ও পেছনে বডির গায়ে পাতলা টিনের শিটের ওপর ছবি আঁকেন। এরাই মূলত রিকশাচিত্রকর; ৫। রং মিস্ত্রি-যারা চাকার ওপর ও ধাতব অংশে আলপনার মতো রঙ করে থাকেন; ৬। ফিটিং মিস্ত্রি-যারা রিকশার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের কাজ করেন (আকন্দ, ২০১৪)।

রিকশার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম রয়েছে। এগুলো তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের মিস্ত্রির প্রয়োজন যা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে অলংকৃত করা হয়ে থাকে। এ অংশগুলো রিকশার কারিগর বা মিস্ত্রিদের নিজস্ব ভাষায় তাদের মধ্যে পরিচিত যেমন- 'ঢেলনা'-সিটের পিছনের অংশ, 'চান্দি' সিট বা বসার স্থান, 'হুড'- রিকশার যাত্রীর জন্য ছাউনি যা প্রয়োজনে গুটিয়ে রাখা যায়, 'টানা' রেক্সিনের তৈরি, যা হুডের মাঝখানে আলগা ভাবে থাকে ও গুটিয়ে রাখা যায়। 'পট্টি'-সিটের নিচের অংশ যেখানে মিস্ত্রির নাম সাধারণত লিখা থাকে। পেছনের অংশে কাঠের বডির ওপর থাকে 'লেওজ' যা বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে যেমন- পান বা ডায়মন্ড আকৃতির। হুডের সাথে টানা এছাড়াও থাকে 'গোল বোর্ড' বা গোল্লা বোর্ড। এখানে সাধারণত বাঘের মাথা, ময়ূর বা নায়ক-নায়িকার মুখ ইত্যাদি থাকে। এর নিচে কাঠের হেলানো অংশে ফুল সহ ফুলের টব, ময়ূর ইত্যাদি বেশি আঁকা হয় এবং নিচে রিকশা বোর্ড থাকে। যা ধাতব সমতল পাতে তৈরি করা হয়।

Henry Glassie রিকশাচিত্র তৈরির প্রক্রিয়ার বিষয়ে কুমিল্লা স্টাইল ও ঢাকাই স্টাইল কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে সাধারণত ঢাকাই স্টাইলে রিকশাতে একটি পৃথক প্যানেল থাকে এবং এর ওপর চিত্রায়ন করা হয়। কিন্তু কুমিল্লা স্টাইলে সরাসরি রিকশার ওপর আঁকা হয় বলে তার গবেষণায় তুলে ধরেছেন। আবার রিকশাচিত্রে বিষয়ের ভিত্তিতে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। যা হচ্ছে- Artisan style, style of the relief এবং style of the photograph (Glassie, 1997 ও Glassie, 2007)। রিকশা চিত্রকররা সাধারনত তাদের পরিচয় প্রকাশের জন্য রিকশাচিত্রের নিচে বা একপাশে নিজের নাম বা স্বাক্ষর করে। আবার অনেক সময় রিকশার গ্যারেজ-মালিকের নাম লিখে থাকেন। শিক্ষানবিশ থাকা অবস্থায় কেউ কেউ তার ওস্তাদের নামও লিখে থাকে। কখনো কখনো রিকশাচিত্রকররা ছদ্মনাম ব্যবহার করে যেমন-রিকশাচিত্রকর আলাউদ্দিন সবসময় 'নাজ' নামে স্বাক্ষর করতেন।

তবে এই শিল্পের মূল কারিগররা তথা রিকশাচিত্রকররা সমাজে অনেকটা অবহেলিত। ফাইন আর্ট বা চারুকলা যেমন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত ও উচ্চশিক্ষিত সমাজের কাছে সমাদৃত। এখান থেকে প্রশিক্ষিত ছাত্ররা নিজেদের বৈধ বা স্বীকৃত উচ্চশিল্পী বলে মনে করে এবং রিকশাচিত্র তাদের চোখে Street Art ও cheap -বলে অবহেলিত (Lahiri- Dutt & Williams, 2010)।

৫.২ রিকশাচিত্রের বিবর্তন

রিকশাচিত্র বাংলাদেশকে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর দেশ হিসেবে সারা বিশ্বের পরিচিত করে তুলেছে। তবে চিত্রকর্মগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। রিকশাচিত্রকর সৈয়দ আহমেদ -এর মতে বাংলাদেশের রিকশাচিত্রের ধারাবাহিকতা লক্ষ্যে করলে দেখা যায় যে, ১৯৭০-এর দশকে রিকশাচিত্রে চিত্রকররা নায়ক-নায়িকার ছোট করে পূর্ণাঙ্গ ছবিসহ পেছনে বিভিন্ন দৃশ্য ও ফুল-লতা আঁকা হত। এর মধ্যে জনপ্রিয় সিনেমা যেমন-অবুঝ মন বা উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেন, দিলীপ কুমারের ইনসানিয়া ও মোঘলে আযম ইত্যাদি ছবির দৃশ্য ছিল বেশ জনপ্রিয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের দিকে রিকশাচিত্রে সিনেমার দৃশ্যে নায়ক-নায়িকাদের আবক্ষ পর্যন্ত ছবির প্রচলন ঘটে বলে মনে করেন । আরেক বর্ষীয়ান রিকশাচিত্রকর হানিফ পাপ্পু এর মতে, ১৯৭৩ সালের আগে রিকশাচিত্র তেমন আঁকা হত না। ১৯৭৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা নিশান কে নিয়ে বাংলা সিনেমা নিয়ে রিকশাচিত্রে তিনি প্রথম আঁকা শুরু হয়। এটি বাংলাদেশের রিকশাচিত্রের মধ্যে অন্যতম। তবে এগুলোর পাশাপাশি পাকিস্তানি ও হিন্দি সিনেমার দৃশ্য ও আঁকা হত । রিকশাচিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে কেউ যেকোন জনপ্রিয় চিত্র করতে পারে। চিত্রকরের নিজস্ব কর্মের স্বত্বাধিকার নেই। সবাই সবার মত করে জনপ্রিয় চিত্র তৈরি করতে পারে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানবিরোধি কোন দৃশ্য বা কথা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রিকশাচিত্রের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযুদ্ধের নানা দৃশ্য, গ্রেনেড হামলা, আকাশে ফাইটার প্লেন শিশুকে কোলে নিয়ে মা পালিয়ে যাচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছে ইত্যাদি। ১৯৭০ দশেকের মাঝামাঝি সময়ে সরকার থেকে রিকশাচিত্রে মানুষের ছবি আঁকা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন রিকশাচিত্রে কাল্পনিক চরিত্রগুলো বেশি দেখা যেত যেমন-খরগোশ স্কুলে যাচ্ছে, শিয়াল ট্রাফিক কন্টোল করছে ইত্যাদি (আকন্দ, ২০১৪)। ড. ফিরোজ মাহমুদ তাঁর

গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর রিকশাচিত্রে মানুষের পরিবর্তে রূপকথার মত পশু-পাখির চরিত্র চিত্রায়াতি হতে থাকল (Mahmud, 2022)। এ বিষয়ে Joanna Kirkpatrick (2003) উল্লেখ করেছেন যে, রিকশাচিত্র নিয়ে তিনি ১৯৭৫ সালে ও ১৯৭৮ সালে মাঠপর্যায়ে কাজ করেছেন এবং এই দুই সময়ের ভিতর দুইটি বিষয় তিনি পর্যাবেক্ষণ করেছেন, প্রথমত; রিকশাচিত্রে নানা ধরণের পশু-পাখির উপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত; সারা ঢাকা শহরে ব্যঙ্গাত্মক চমৎকার পালকযুক্ত প্রেমময় পাখির চিত্রের ব্যাপক উপস্থিতি। তবে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সালে রিকশাচিত্রের "সুলতানা ডাকু" সিনেমায় নায়িকা রোজিনার ছবি একনাগাড়ে বাজার দখল করে এবং অনেক বিক্রি হয়। ১৯৮৩ সালে দিকে রিকশাচিত্রে সিনেমার দৃশ্য বেশি আঁকা হত এর মধ্যে জাভেদ-ববিতার অভিনীত "নিশান", জসিম ও ওয়াসিম অভিনীত "বারুদ" রাজ্জাক-কবরীর "রংবাজ", নায়ক উজ্জ্বলের "নসিব", নায়িকা ববিতার "দুশমন", "আলীফ-লায়লা", "আকাশ পরী", "অবুঝ মন", "ছুটির ঘণ্টা" রিকশাচিত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় । ১৯৮৮ সালে রিকশা চিত্রের বিষয় হিসেবে আসে বন্যা। তখন সারা বিশ্বে বাংলাদেশের বন্যার খবর ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো দেখে বন্যার পানিতে দৃষ্টিনন্দন যান রিকশা চলছে। গণমাধ্যমে এসব দৃশ্য দেখে বিদেশী মানুষের কাছে রিকশা নিয়ে কিছুটা কৌতুহল জন্মেছিল। এ খবর প্রকাশের পর বৃটিশ জাদুঘরের সংগ্রহে থাকা বাংলাদেশ থেকে নেয়া একটি রিকশা বৃটিশ মিউজিয়ামের সামনে রাখা হয় এবং বাংলাদেশীদেরকে বন্যার্তদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি রিকশা ওপর একটি প্ল্যাকার্ড রেখে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। তখন রিকশা বাংলাদেশের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। তখনকার মানুষের সেই ভোগান্তি বন্যায় ভেসে যাওয়ার ঘটনা রিকশাচিত্রের মূল বিষয় হয়ে দাড়ায়। ১৯৮৯ সালে বাংলা সিনেমা বেদের মেয়ে জোসনা ছবিটি তুমুল জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর থেকে রিকশাচিত্রেও এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এখনো কেউ কেউ এই বেদের মেয়ে জোসনা রিকশাচিত্রের অর্ডার দেয়। এছাড়াও ১৯৭৮ সালে মুক্তি প্রাপ্ত "নিশান" নামে আরেকটি বাংলা সিনেমাও রিকশাচিত্রে বেশ জনপ্রিয় হিসেবে এখনো বিবেচিত। ১৯৯০-৯১ সালের দিকে মধ্যপ্রাচ্যেও যুদ্ধের সময় কুয়েত আক্রমণের পর ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের প্রতিকৃতি ও মার্কিন সেনাদের পরাস্থ করার ও মার্কিন হামলার দৃশ্য বেশ সাড়া ফেলে। তখন সাদ্দাম হোসেনকে বিশ্বনায়ক ও মার্কিনদের যম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়- এই রিকশাচিত্রটি তদকালীন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। ২০০০-এর দশকেও রিকশাচিত্রে নায়ক নায়িকাদের ছবির প্রচলন ছিল। এর মধ্যে, রাজ্জাক-কবরী, মান্না মৌসুমি, মোনাজাতরত শাবানা ও বিভিন্ন দর্শক নন্দিত সিনেমার দৃশ্য বেশি দেখা যেত (সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৯, ২০২৩)। ১৯৯৬ সালে সালমান শাহ ও শাবনুর অভিনীত "তোমাকে চাই" সিনেমা রিকশাচিত্র বেশ বিক্রি হয়েছিল। দেশি সিনেমা স্টারদের সাথে বিদেশি সিনেমার নায়ক নায়িকাদেরও রিকশাচিত্রে বেশ প্রচলন রয়েছে যেমন, সত্তর ও আশির দশকে দিলীপ কুমারের মোঘলে আমলে ও অন্যান্য তারকাকে দেখা যায়। তবে, ২০০৬ সালের দিকে বাংলাদেশি নায়িকা শাবনুরের পাশাপাশি হিন্দি সিনেমার নায়িকা কারিনা কাপুরের ছবি বেশ দৃশ্যমান হয় (Mahmud, 2022)।

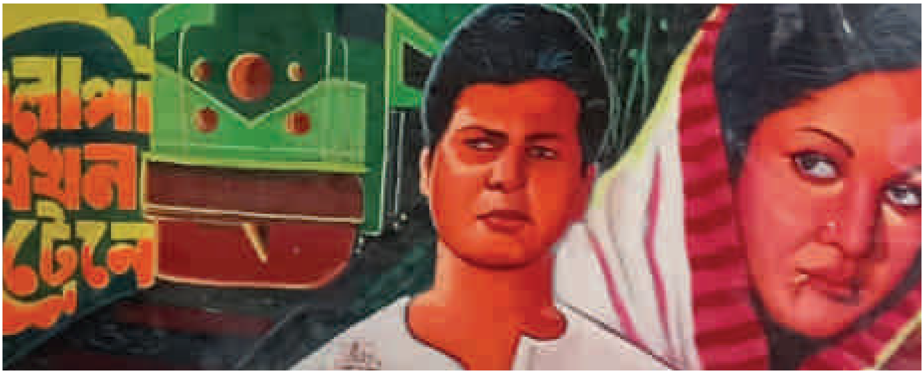

আলোকচিত্র- ৪: জনপ্রিয় সিনেমা গোলাপি এখন ট্রেনে।

রিকশাচিত্রে প্রায়ই চিত্রকর্মের পাশাপাশি নীতিবাক্য, উপদেশ, শিক্ষামূলক বার্তা বহন করে। যেমন- দেশ স্বাধীনের পর দেশ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক বাক্য- “সবাই মিলে দেশ গড়ি”, “সোনার বাংলা” বা “এদেশ তোমার আমার” ইত্যাাদি কথা রিকশাচিত্রে চোখে পড়ত । রিকশার পেছনের অংশে গোল বা পান বোর্ডে অথবা রিকশার সামনে হুডের উপরে তাজে “মা-বাবার দোয়া” ভাই ভাই, মায়ের দোয়া ইত্যাদি লেখা হরহমেশাই দেখা যায় । সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা রিকশচিত্রে সবসময়ই ফুটে উঠে। যেমন-যখন নিরাপত্ত সড়ক নিয়ে আন্দোলন জোরদার হলো তখন রিকশায় “নিরাপত্ত সড়ক চাই”, “ট্রাফিক আইন মেনে চলুন” ইত্যাদি বাক্য বেশি লেখা হত (সাক্ষাৎকার প্রদানকারী- ৯ ও ১০)। রিকশাচিত্রে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক বার্তা যেমন- “শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড”, “সবার জন্য শিক্ষা” বা “আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান” ইত্যাদি সচেতনতামূলক বাক্য লেখা হয় । আবার ধর্মীয় কিছু বাক্য যেমন- “নামাজ কায়েম কর”, “নামাজ বেহেস্তের চাবি” বা “আল্লাহ মহান” এ ধরণের ধর্মীয় বার্তা রিকশাচিত্রের খুবই সাধারণ বিষয়। এছাড়া সামাজিক সমস্যা দূরকরণের জন্য রিকশাচিত্রকররা বিভিন্ন বার্তা বহন করে থাকে যেমন- “যৌতুক বন্ধ কর”, “যৌতুক নেয়া একটি অপরাধ”, “বাল্য বিবাহ বন্ধ কর” “পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে না” বা “ধর্ষণ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ” ইত্যাদি উক্তি বেশি দেখা যায় ।

আলোকচিত্র- ৫: নৈতিকতা: বয়োজৈষ্ঠ্যদের খেয়াল রাখা

তবে এখন রিকশাচিত্রে বিয়ের পালকি, গ্রামীণ দৃশ্য, গরুর গাড়ি, জমির পাশে কৃষক-কৃষাণী ভাত খাচ্ছে, ধান কাটার দৃশ্য, ঘোড়ারগাড়ি, গৃহিনী হাঁস নিয়ে খেলার দৃশ্য, গরু নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, শাপলা চত্বর, আইফেল টাওয়ার, লন্ডন ব্রীজ ও মৎস কুমারীর দৃশ্য বেশি তৈরি করা হয় । ঢাকার বাহিরে কোন কোন এলাকায় রিকশা ও অটো রিকশায় সিনেমার দৃশ্যর চেয়ে আল্লাহ সর্ব শক্তিমান, মসজিদের মিনার, মদিনা শরীফের গম্বুজ ইত্যাদি ধর্মীয় ছবিসহ কবুতর, ময়ূর, ঈগল, ফুল-লতা-পাতা ও গ্রামীণ পরিবেশের দৃশ্য বেশি আঁকা হয় । ২০০০ সালের পর রিকশাচিত্রের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হলো তা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্রে রিকশাচিত্র অঙ্কন। বর্তমানে শাড়ি, কূর্তি, ওড়না, কামিজ, জামা-জুতায়, আসবাবপত্র ও থালা-বাসনে রিকশাচিত্র করা হচ্ছে এবং এর উজ্জ্বল রঙ ও আকর্ষণীয় নকশার জন্য বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে (Chowdhury, 2022)।

২০১৯ সালের শেষদিকে অতিমারি করোনা ছড়িয়ে পড়লে বাংলাদেশে রিকশাচিত্রে এর প্রতিফলন দেখা যায়। ২০২০ সালে করোনার সময়ে রিকশাচিত্রে লক্ষ্য করা যায় কারোনা সম্পর্কে সর্তকতামূলক বার্তা। যেমন- Stay in Home বা কাল্পনিকভাবে করোনার জীবানু ভয়ঙ্কারভাবে ছুটে আসছে মানুষ ছুটে পালাচ্ছে- এ রকম দৃশ্য রিকশাচিত্রে উঠে এসেছে ।

৫.৩ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রিকশাচিত্র পর্যালোচনা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে ৩২ (বত্রিশ)টি রিকশাচিত্র সংগৃহীত রয়েছে। এই রিকশাচিত্রকে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংগ্রহীত নিদর্শনের মধ্যে ৯ (নয়) টি গ্রামীণ দৃশ্য যেখানে হরিচরন রাজবরের করা গ্রামীণ বাচ্চাদের খেলাধূলা করার দৃশ্যসহ ঘরবাড়ি, নদী, সবুজ জমি সম্বলিত সরল দৃশ্য এবং প্রত্যাহিক গ্রামীণ জীবনের দৃশ্য রয়েছে। এছাড়াও রিকশাচিত্রশিল্পী মকবুলের করা "আমার মাতৃভূমি (My Homeland) শিরোনামে একটি শান্ত গ্রামীণ পরিবেশের ছবি রয়েছে। যা রিকশাচিত্রের একটি অন্যতম বিষয়। পশু-পাখি সমাবেশের দৃশ্য রয়েছে ৬ (ছয়) টি। এতে শিকাররত বাঘের দৃশ্য, বাঘ-সিংহের লড়াই, পি সি দাশের বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক রঙিন পাখি, বিভিন্ন দেশি

প্রাণীর সাথে বিদেশি প্রাণী যেমন-জেব্রা, ক্যাঙ্গারু, জিরাফ ইত্যাদির সমাবেশের দৃশ্য রয়েছে। সিনেমার দৃশ্য রয়েছে ৪টি। এতে জলশাঘরে নৃত্যরত নায়িকা, দূরদেশ সিনেমার একটি দৃশ্য, লাইলী-মজনু সিনেমার দৃশ্য এবং রুপবান সিনেমার বাঘ ও ভয় পাওয়ারত নায়িকাসহ সিনেমার দৃশ্য এছাড়াও শিল্পী পি সি দাশের করা আরেকটি কাল্পনিক বিশেষ জনপ্রিয় চরিত্র টারজান নিয়ে একটি রিকশাচিত্র সংগৃহীত রয়েছে। এছারাও ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ইতিহাসের স্বাক্ষী হিসেবে স্মৃতিসৌধ, বিশিষ্ট রিকশাচিত্রকর আলী নুরের করা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যও রয়েছে। শহরের দৃশ্যের মধ্যে পরিচ্ছন্ন শহরে রিকশা চলার দৃশ্য, শহরতলীর বাজারে রিকশা চলাচলের দৃশ্য এবং চিত্রকর এস কে মালেকের করা উড্ডিয়মান উড়োজাহাজের দৃশ্য। ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক চিত্র হিসেবে এস সামসুর করা ফুলেল মোটিফসহ মসজিদ সাদৃশ্য তাজমহলের দৃশ্য রয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে এ রহিমের করা নদীতে বিভিন্ন নৌকার দৃশ্য, স্বাস্থ্যবান গরু ও বাছুর রয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে এই রিকশাচিত্রগুলো বাংলাদেশের সকল রিকশাচিত্রের বিষয় অন্তর্ভুক্ত না হলেও রিকশাচিত্রের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। এ রিকশাচিত্রগুলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও আলিয়াস ফ্রাসেজ এর সাথে যৌথভাবে আয়োজিত রিকশা ও বেবিটেক্সি চিত্রের ওপর যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তার অংশ বিশেষ। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও আলিয়াস ফ্রাসেজ এর সাথে যৌথভাবে মাসব্যাপি আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর গ্যালারিতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে দেশের ৮৩ জন রিকশাচিত্রকর ৫৬০টি রিকশাচিত্র ও বেবিটেক্সিচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ২০০০ সালে ঐ রিকশা ও বেবিটেক্সি চিত্রসমূহ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল (Mahmud, 2016)। বর্তমানে চিত্রগুলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

আলোকচিত্র-৬: বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্র

সংগ্রহ নম্বর: ০১,০২.০৫২.২০১৮.০১১৮১, ৭ই মার্চের ভাষনের দৃশ্য, শিল্পী: আলী নুর

আলোকচিত্র-৭: কাল্পনিক: রঙিন পশুপাখি

সংগ্রহ নম্বর: ০১,০২.০৫২.২০১৮.০১১৬১, রঙিন পশু-পাখির সমাবেশের দৃশ্য, শিল্পী: হোসেন

৫.৪. রিকশাচিত্রের সমস্যাবলী

রিকশাচিত্র বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অন্যতম প্রতীক হলেও এর ধারকরা বা কারিগারা প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। রিকশাচিত্রের কাজ রপ্ত করার জন্য দীর্ঘদিন কোন ওস্তাদের সাথে সাগরেদ/ শিষ্য হিসেবে কাজ শিখতে হয়। শিষ্যকে তার চিত্রকর্মের কাজ রপ্ত করার জন্য এ শিল্পের প্রতি মনঃসংযোগ ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় । যেহেতু এ শিল্প সাধারণত উত্তরাধিকার সুত্রে প্রসার ঘটে না তাই এ শিল্প রপ্ত করার জন্য এ শিল্পের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সত্যিকারের ভালোবাসা ও একান্ত আগ্রহ থাকা অত্যন্ত জরুরী (Amber, 2022)। একটা ভালো রিকশাচিত্র করার জন্য দীর্ঘসময়ের ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে অনুযায়ী তারা মূল্য পায় না। আবার ভালোমানের রিকশাচিত্রের অনেক দাম পরে যায়। কিন্তু সে চিত্রের জন্য ক্রেতা পাওয়া দুস্কর। তাই তারা ভালো মানের রিকশাচিত্র বেশি তৈরি না করে বাজার কাটতি সরল চিত্র বা রিকশার মালিকের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্বল্প পরিশ্রমে চিত্র তৈরি করে থাকেন। যার ফলে নিখুঁত কাজের মানসম্মত চিত্র কর্ম তৈরি হচ্ছে। ঢাকা শহরের রিকশাচিত্র সবচেয়ে নিখুঁত, নান্দনিক ও বৈচিত্র্যময়। তবে ঢাকা শহরের রিকশার কারিগরও অনেক বেশি। তাই এখানে প্রতিযোগিতার হার অনেক। তাই সব কারিগররা সমানভাবে কাজ পায় না। রিকশাচিত্রকর এস. এ. মালেকের পৈতৃক বাড়ি নারায়ণগঞ্জে হলেও, রিকশাচিত্রের তার পথচলা শুরু হয়েছিল ঢাকার নারিন্দাতে। ঢাকার প্রতিযোগিতা বাজার থেকে সরে গিয়ে তিনি নারায়ণগঞ্জের নিজের মত কাজ শুরু করে। পরিবারের দাদা, বাবা, চাচা, মামা, বড় ভাইসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অনেকেই রিকশাচিত্র তৈরির কাজে জড়িত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা অনেকেই সাইনবোর্ডের কাজ করতে জীবন নির্বাহ করেছে । তেমনি আরেকজন রিকশাচিত্রকর জনাব নুর আলী বর্তমানে কুমিল্লার বাসিন্দা। কিন্তু, তারও হাতেখড়ি হয়েছিল ঢাকা শহরের রিকশাচিত্রের মাধ্যমে। তবে ২০০০ সালে যখন বেবিট্যাক্সি উঠিয়ে দেয় ও কোন কোন রাস্তায় রিকশা চলাচলের নিষেধজ্ঞা শুরু হয় তখন তিনি জীবীকার্জনের জন্য ঢাকা শহর থেকে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিযোগিতামূলক শহর কুমিল্লায় চলে যান। গবেষণায় দেখা গেছে যে, রিকশাচিত্রকররা মনে করে যে, রিকশাচিত্রের কাজ আস্তে আস্তে অনেকটা

নিরানন্দ ও ম্লান হয়ে পড়েছে এবং ঢাকা শহরের কেন্দ্র থেকে চিত্রকররা শহরতলীতে পাড়ি জমাচ্ছে (Samnta, 2013)।

রিকশাচিত্রকররা সাধারণত তাদের চিত্রকর্ম করার বিষয়ে স্বাধীন হলেও বিভিন্ন সময়ে তাদের সামনে এসেছে নানা বাঁধা। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও সরকার বদলের কারণে বারবার বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে চিত্রকর্মের মুক্ত ও সজীব সত্তা। পাকিস্তান শাসনামলে রিকশাচিত্রে মানুষের প্রতিকৃতি আঁকার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তখন চিত্রকররা প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে ছবি আঁকতো। যা তাদের শিল্প স্বাধীনতাকে বাঁধাগ্রস্থ করেছিল এবং দেশ স্বাধীনের পরও রিকশাচিত্রকররা এ ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল (Afrin, 2023)। ১৯৭৫ সালের পর রিকশাচিত্রে মানুষের প্রতিকৃতির পরিবর্তে জীবজন্তু স্থান পাওয়ার পেছনে তখনকার ইসলামী অনুভুতি প্রসার বলে অনেকে মনে করেন (আকন্দ, ২০১৮)। এ সময় ছায়াছবির দৃশ্য রিকশায় আঁকা একদম নিষেধ ছিল। ছায়াছবির দৃশ্য থাকলে এ সময়ে পৌরসভা থেকে রিকশা নম্বর নবায়ন ও নতুন নম্বর পেতে অসুবিধা হত। অনেক সময় পৌরসভা থেকে তারা নিজেরাই রিকশাচিত্রের উপর কালো কালি বা রঙ মেখে দিত। যার ফলে পেইন্টারা ছায়াছবির দৃশ্য আঁকা থেকে বিরত থাকত। এছাড়াও রাষ্টপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ-এর সময় রিকশাচিত্রে নায়িকাদের ছবিকে অশ্লীল বলে ঘোষনা করা হয় এবং এইসব রিকশাচিত্রে আলকাতরা মেখে দেয়া হয়। যা রিকশাচিত্রকরদের শিল্প স্বাধীনতার উপর বাঁধা সৃষ্টি হয়। তখন চিত্রকররা প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ দৃশ্য বেশি আঁকা শুরু করে । ধর্মীয় অনুভূতির কারনে পূর্বে মানুষের ছবি দিয়ে রিকশাচিত্র তৈরি করলেও বর্তমানে ঢাকার বাহিরে অনেক অঞ্চলে ধর্মীয় বাণী ও দৃশ্যই বেশি তৈরি করা হয়। কর্মের মাধ্যমে ধর্ম -এই অনুভূতি অনেক চিত্রকরদের মাঝে কাজ করে। তবে ঢাকার বাহিরে এখন প্যাডেল রিকশা ছাড়াও ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা বেশি। তাই আকার পরিবর্তনের কারনে রিকশাচিত্র তৈরি করার সেই আবেদন থাকে না। ব্যাটারি চালিত রিকশায় সাধারণত সরল ঘর বাড়ি, নদীসহ গ্রামীণ দৃশ্য আঁকা হয় এবং কখনো কখনো কিছুই আঁকা হয়না, শুধু রং করা হয় । অনেক রিকশাচিত্রকররা তাই রিকশাচিত্রের পরিবর্তে ক্যানভাসে বা সাইনবোর্ড বা স্কুলের বা পার্কের দেয়ালে ফরমায়েসে দেয়াল চিত্র তৈরির কাজ করছে। তবে এখনো তাঁরা ফরমায়েশ পেলে রিকশাচিত্র করে দেয় । ঢাকা শহরে বর্তমানে অনেক রিকশা শুধু বিভিন্ন রঙিন রেক্সিনে লেসের কারু কাজে আবৃত থাকে। অনেকেই আর শৌখিন চিত্রকর্ম করতে চায় না। রিকশাচিত্রের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে খুব কম খরচে ও কম সময়ে সহজেই ডিজিটাল বোর্ড তৈরি করা যাচ্ছে। যার ফলে চিত্রকররা কাজ পাচ্ছে না । প্লাস্টিক শিল্প বিকাশের ফলে ঐতিহ্যবাহী রিকশাচিত্র হুমকির সম্মুখীন। শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে ও পুঁজিবাদি প্রতিষ্ঠানের কারণে অধিক মুনাফার আশায় রিকশাচিত্র ঐতিহ্যবাহী চিত্রের বদলে কিছুটা বাণিজ্যিক হয়ে পড়েছে (Afrin, 2023)। বর্তমানে অনেক রিকশায় ঐতিহ্যবাহী রিকশাচিত্রের আদলে ডিজিটাল প্রিন্ট দিয়ে রিকশার ব্যাক প্লেট বা বোর্ড তৈরি করছে । যা অনেক স্বল্প সময়ে এবং অল্প খরচে সহজেই করা যায় (Amber, 2022)। বর্তমানে অনেক রিকশার ব্যাকপ্লেটে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও মিস্ত্রির মোবাইল নম্বর লিখে রাখে । তবে এখনো তারা বিদেশিদের ফরমায়াসে তাদের ছবি দিয়ে বিভিন্ন ধরণের রিকশাচিত্র তৈরি করে দেন আবার অন্যদিকে অনেক রিকশাচিত্রকররা এই চিত্রকে ট্রে, সানগ্লাস, হারিকেন, কেতলি, থালা-বাসন, কাপ-পিরিচ, কুপিবাতি, গহনার বাক্স, ট্রাঙ্ক, আসবাবপত্রকে রাঙিয়ে তুলছেন (Anim, 2019)। যার ফলে রিকশাচিত্র পেয়েছে একটি নতুন রূপ। বর্ষীয়ান রিকশাচিত্রকর জনাব হানিফ পাপ্পু মনে করেন তিনি

রিকশাচিত্রকে এই নতুন মাত্রা দিয়েছেন। ২০০০ সালের দিকে যখন রিকশাচিত্রের কাজ যখন কমে গিয়েছিল তখন তিনি তার কারখানায় বসে বিভিন্ন সামগ্রীতে এই রিকশাচিত্র করা শুরু করেন এবং তার দেখাদেখি অনেকেই এ কাজ করা শুরু করে। করোনাকালীন যখন তার কোন কাজ ছিল না তখন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একদল ছাত্রের সহযোগিতায় অনলাইনে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রীতে রিকশাচিত্রের কাজ করে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় করেন ।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

রিকশাচিত্র একটি শৌখিন শিল্প। রিকশাচালনার জন্য এটি আবশ্যিক না। তবে বাংলাদেশের রিকশাচিত্রের উজ্জ্বল রঙ ও দৃষ্টিনন্দন সাজসজ্জার জন্য সারা বিশ্বের কাছে পরিচিতি পেয়েছে। তাই রিকশাচিত্র এখন বাংলাদেশের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি রিকশাচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে কারিগরের পরিশ্রম ও যত্নের ছোঁয়ার প্রয়োজন হয়। রিকশাচিত্র তৈরির প্রক্রিয়া অনেক বৈচিত্র্যময় এবং অনেকগুলো ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। রিকশাচিত্র সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে চিত্রকররা রিকশাচিত্রের ফুল, পাখি, সিনেমার ও প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরার পাশাপাশি নিজেদের তাড়না থেকে সাধারণ জনগণকে সামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন ও যুগোপযুগি করে তোলার জন্য তারা রিকশাচিত্রে সমসাময়িক বিষয়গুলি নিয়ে আসেন। এছাড়াও নানা ধরণের উপদেশমূলক, আনন্দদায়ক, শিক্ষামূলক ও তথ্যগত বার্তা বহন করা রিকশাচিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রিকশাচিত্রে চিত্রায়িত বিভিন্ন চিত্র মূলত নিম্নবর্গের মানুষের মনসতাত্ত্বিক চাওয়ারই প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে প্রশিক্ষিত স্বনামধন্য শিল্পীদের চেয়ে রিকশচিত্রকররা কিছুটা বাঁধাহীন, স্বাধীন ও সহজভাবে মতামতকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে। তবে বিভিন্ন সময়ে রিকশাচিত্রের সামনে এসেছে বিভিন্ন রকম বাঁধা। রিকশাচিত্র এক এক সময়ে এক এক ধরনের সমস্যার মধ্য দিয়ে গেছে। কখনো রাজনৈতিক কারণে রিকশাচিত্রের বিষয়বস্তুতে এসেছে পরিবর্তন আবার প্রযুক্তির উন্নতি বা শিল্পায়নের কারণে চিত্রকররা প্রতিনিয়ত বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ও সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রিকশাচিত্রে মানুষের ছবি আঁকা নিষেধ করা হয় এবং এ সময় বিভিন্ন প্রাণীর ছবি বেশি উঠে আসে। রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময় ও এর পরবর্তীতে ধর্মীয় অনুভূতির প্রসারের কারনে রিকশাচিত্রে মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি আঁকা থেকে বিরত ছিল এবং তখন বেশি প্রাকৃতিক দৃশ্য, গ্রামীণ দৃশ্য, শহুরে দৃশ্য, মসজিদ, মিনার, তাজমহল ও ইসলামী উপখ্যানের ছবি বেশি দেখা যায়। বর্তমানে অনেক রিকশাচিত্রকররা কাজের অভাবে এ কাজ ছেড়ে জীবিকার তাগিদে অন্য কাজ করছে। জীবিকার সন্ধানে কোন কোন চিত্রকররা ঢাকা শহর থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়ে অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছে। রিকশাচিত্রশিল্প সংরক্ষণের জন্য এখনই সচেতন না হলে অচিরেই এই শিল্প ধ্বংসের মুখে পরবে। তাই এ প্রবন্ধের সুপারিশমালা অংশে লিপিবদ্ধ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হলে ঐতিহ্যবাহী এ শিল্প আরো প্রসারিত হবে। রিকশাচিত্রকররা এ ঐতিহ্যকে গৌরব, যত্ন ও ভালোবাসার সাথে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেবে।

রিকশাচিত্র আমাদের শহুরে লোকচিত্রকলার অন্যতম নিদর্শন যা রঙিন বাংলাদেশের প্রতীক। ইতিমধ্যে আমরা এই শিল্পকে বাংলাদেশের অপরিমেয় ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর কাছে আবেদন করেছি এবং এটি বিশ্বের অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে (UNESCO, 2023)। তাই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব। এই শিল্প ও শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু উদ্যোগ

গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি যা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় হতে পারে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের প্রদত্ত সুপারিশমালা ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষনের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশমালা লিপিবদ্ধ করা হলো: যেমন- (১) সিটি করর্পোরেশন থেকে তার এলাকায় বসবাসরত রিকশাচিত্রকরদের সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা। ২) রিকশাচিত্রকরদের নিয়ে বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং বিজয়ীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা। ৩) রিকশাচিত্র দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা। ৪) জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় হোটেল ও বিমানবন্দরে অন্যান্য কারুপণ্যের সাথে রিকশাচিত্র বিক্রির ব্যবস্থা করা। ৫) জাতীয় পাঠ্যপুস্তক রিকশাচিত্র সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা। ৬) সরকারী-বেসরকারীভাবে এ শিল্প সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা। ৭) দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা। ৮) রিকশাচিত্রের কৌশল ও দৃশ্য সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে তথ্যচিত্রের সাহায্যে দালিলিকভাবে সংরক্ষণ করা। ৯) বিদ্যালয়ের চারু ও কারু অংশ হিসেবে রিকশাচিত্রকে অর্ন্তভুক্ত করা। তাহলে নতুন প্রজন্ম এই শিল্পকর্ম সম্পর্কে জানবে ও সম্পৃক্ত হতে পারবে। রিকশাচিত্রকররা তাদের এই সৃজনশীল শিল্পের জন্য কোন সামাজিক স্বীকৃতি চায় না কিন্তু তারা চায় এই শিল্প বাংলার ঐতিহ্য হিসেবে বেঁচে থাকুক চিরকাল (Afrin, 2023)। সঠিক উদ্যোগ, যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতায় রিকশাচিত্র সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের ওপর চিত্রকররা আস্থা পাবে, নতুন প্রজন্মরা আগ্রহী হবে। তাহলেই দক্ষ রিকশাচিত্রকর তৈরি হবে এবং এ শিল্প আমাদের ঐতিহ্য হিসেবে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও সকল সাক্ষাৎকার প্রদানকারী।

তথ্যসূত্র

Afrin, S. (2023). Rickshaw Art: An Emblematic Visual Culture and Social Awareness Tool in Bangladesh. Asiatic: IIUM Journal of English Language and Literature, 17(1), 103-116.

Akand, Shawon. (2018) Folk art in the Bangladesh National Museum, Descriptive Catalogue of the folk art, Bangladesh National Museum, Volume-10/2018

Amber, F. (2022). Rickshaw painting a dying art form?, The Daily Stra, April 14 Reviewed from https://www.thedailystar.net/supplements/pahela-baishakh-1429/news/rickshaw-painting-dying-art-form-3004506 (Date 2/2 /2023)

Anim, F.J. (2019). Rickshaw Art by Protibha: Where Your Purchase Makes a Difference. The Daily Stra, July 16 Reviewed from https://www.thedailystar.net/lifestyle/review/news/rickshaw-art-protibha-where-your-purchase-makes-difference-1771882 (Date 2/2 /2023)

Arif, H. (2022). Rickshaw art-a text of mobile art, (Unplished manuscript), University of Dhaka

Chowdhury, M.M. (2022) The saga of Rickshaw Art and its entry into fashion, The Daily Stra, April 14 Reviewed from https://www.thedailystar.net/lifestyle/cover-story/romancing-rickshaw-art-1200976 (Date 2/2 /2023)

Ferdousi, A. (2023) Traditional Folk Painting of Bangladesh, journal of Nazmul Karim Study center, University of Dhaka V-1

Glassie, H. (1997). Art and life in Bangladesh, Indiana University

Glassie, H & Mahmud, F. (2007). Living Tradition, cultural survey of Bangladsh Series-11.Asiatic Society of Bangladesh

Lahiri-Dutt, K., & Williams, D. J. (2010). Rickshaw art as counter narrative: Moving Pictures of Bangladesh. Asia Pacific Viewpoint, 51(3).

Mahmud, F. (2022). The Rickshaw and Rickshaw Painting in Dhaka City. Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions of South Asia, 160.http://saarcculture.org/wp-content/uploads/2020/07/tktce_Firoz_Mahmud.pdf

Mahmud, F. (2016). Ten elements of the Intangible cultural heritage of Bangladesh, Bangla academy

Mugdhomoyee. (2019). Bengali tradition of rickshaw art, Bangladesh Post, November 27. Reviewed from https://bangladeshpost.net/posts/bengali-tradition-of-rickshaw-art-18517 (Date 2/2/2023)

Naha, S. (2013). Moving pictures: rickshaw art of Bangladesh.

Rahman, H., & Hossain, J. (2017). Rickshaw Art as a means of Social Communication: Bangladesh Perspective. The International Conference on Land Transportation, Locomotive Heritage and Road Culture-2017.

Samanta, G. (2013). MOBILITY AND ART Art on the Move Ricshaw Painters in Bangladesh. Transfers 3 DOI: 10.3167/TRANS.2013.030310 https://www.researchgate.net/publication/274798309

Siddiqua, F.Z. (2016). The Common Man’s Art, the Daily Stra, October 21. Reviewed from https://www.thedailystar.net/star-weekend/spotlight/the-common-mans-art-1301644 (Date19/4/2023) https://ich.unesco.org/en/files-2023-under-process-01248

অলকানন্দা রায়, (২০২১) রিকশা পেইন্টিং জনমানুষের চিত্র, সাম্প্রতিক দেশকাল https://shampratikdeshkal.com/essay/news/210238193

আসমা ফেরদৌসি, বাংলাদেশের কারুশিল্প: একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পত্রিকা, প্রথমবর্ষ, ২০১৩, পৃ. ৪৫-৬৩

শাওন আকন্দ, (২০১৪) বাংলাদেশের রিকশাচিত্র, প্রথম আলো https://www.prothomalo.com/special-supplement